ছেঁউড়িয়ার লালন আখড়ায় প্রাণের জাগরণ

মরমি সাধক, বাউল সম্রাট ফকির লালন সাঁইজি তাঁর জীবদ্দশায় ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার রাতে শিষ্যদের নিয়ে ছেঁউড়িয়ার কালীগঙ্গা নদীর তীরবর্তী খোলা মাঠে সারারাত ধরে তত্ত্ব-কথা আলোচনা ও গান-বাজনা করতেন। আজ আর কালী গঙ্গায় স্রোত নেই, মানুষ তাই নাম দিয়েছে মরাকালী গঙ্গা। তবে নদীর স্রোত থেমে গেলেও সাঁইজির ভক্তরা থেমে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পরও ভক্ত-শিষ্যরা সাঁইজির তিরোধান দিবস পালন করে আসছে বছরের পর বছর। এ দিবসকে ঘিরে প্রতিবছরই এখানে বসে বাউলি হাট। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে লালন একাডেমী প্রতিবছর ফাল্গুন মাসেই দোল পূর্ণিমার রাতে লালন স্মরণউৎসব'র আয়োজন করে থাকে। তবে এবার প্রথম বারের মতো তাদের নবচেতনায় উজ্জীবিত করতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাউল-ফকিরদের তীর্থভূমি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় সাঁইজি'র আখড়া বাড়িস্থ মাঠে আয়োজন করেছে দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য লালন মেলা। আয়োজনকে ঘিরে আখড়া বাড়ি ও মেলাস্থলে এখন সাজ সাজ রব। এই প্রথম আসরের মঞ্চটিকে সাজানো হয়েছে দুই'শ বছরের পুরোনো আদলে বাঁশ-খড়ের নান্দনিক আবরণে। বেশ জমজমাটই এখন লালন শাহের আখড়া বাড়ি। বর্ণাঢ্য এ লালন মেলাকে ঘিরে কুষ্টিয়া পরিণত হয়েছে উৎসবের শহরে। আখড়ার সামনের রাস্তা থেকে মাঠের প্যান্ডেল পর্যন্ত চারপাশে এবং লালন একাডেমিস্থ সাঁইজি'র সমাধিস্থল পর্যন্ত রয়েছে বাঁশের কুঞ্চিতে ঝুলানো হারিকেনের চমকিত আলোকাবহ। আয়োজনস্থলে প্যান্ডেলের আশপাশে নির্মিত অস্থায়ী ছোট ছোট কুড়েঘরে দলে দলে ভাগ হয়ে দরদভরা গলায় গেয়ে বাউল সাধকরা চলেছেন লালনের গান। আবার কেউ বা মেতে উঠেছেন গুরুবাদি বাউল ধর্মের প্রাণবন্ত আমেজে। একতারা, খোল আর মন্দিরা, ডুগডুগির তালে লালনের কাব্য বাণীগুলো যেন মধুর ছোঁয়া স্পর্শ করে উপভোগী দর্শক-শ্রোতাজিদের ভেতর চেতন। উৎসবে যোগ দিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে বাউল তীর্থভূমিতে ছুটে এসেছেন সাধুগুরু-বাউল, ভক্তরা। এ উৎসব উপলক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নবদর্পে অনুষ্ঠিত এ আসর যেন সাধুগুরু, বাউল, দর্শক তথা লালন অনুসারীদের ভেতর নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। অনুষ্ঠানে দেখা মিলছে আশপাশের এলাকার নানা বয়স ও পেশার উৎসুক দর্শনার্থীরদের উপচেপড়া ভিড়। সাধু গুরুদের সঙ্গে তাদের ভক্ত, সেবাদাসী, সাধু সঙ্গীনিরা সমবেত হয়েছেন সাধুসঙ্গে। দুই দিনব্যাপী এ মেলা এবং লালন ঘরনার শিল্পীদের পরিবেশনায় জমকালো সংগীতাসরে সকলের প্রাণ যেন বাউলিয়ানায় উন্মাতাল। এবারই প্রথম ১০ নভেম্বর ২০১৬, রোজ বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার শুভউদ্বোধন করেন লালনভক্ত ও অনুসারী ১১জন প্রবীণ বাউলসাধক। কুষ্টিয়ার ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মো: মজিব-উল ফেরদৌস'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহা পরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন একাডেমির সচিব জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মো: আমিরুল ইসলাম। উদ্বোধক ১১জন বাউল হচ্ছেন মোহাম্মদ আলী, বাউল আব্দুর রাজ্জাক, ফকির আজমল শাহ, আনু শাহ ফকির, পাগলা নজরুল, নহির শাহ, বালাই শাহ, বজলু শাহ, বাউল আব্দুল কুদ্দুছ, শাহাদাৎ শাহ ফকির এবং হৃদয় শাহ। উদ্বোধনী মঞ্চে লালনের অমৃত সুরেরবাণী গানে গানে মুগ্ধ করেন লালন অনুসারী শিল্পীরা। উৎসবে রয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল ৬৪ জন লালন সঙ্গীত শিল্পী, ৪০ জন বাউল ও জনপ্রিয় লালন সঙ্গীতশিল্পী'র পরিবেশন। বর্ণীল এ আসরে গতকাল বিশেষভাবে পরিবেশনায় অংশ নেন ৩২ জেলার ৩২ জন বাউল সঙ্গীত শিল্পী। আজ সমাপনী সন্ধ্যায় পরিবেশিত হবে দেশের বাকী ৩২ জেলার ৩২ জন বাউল শিল্পী ও বাউলসাধকে প্রাণ জাগানো গান। গতকাল প্রথম দিনেই আমন্ত্রিত বাউলশিল্পীদেও পরিবেশনায় মুগ্ধচিত্তে আপ্লুত হয় উপভোগী দর্শক-শ্রোতাজিরা। শিল্পীরা কখনো একতারা দোতারা খঞ্জনি হাতে আবার কখনো-বা খোল-ডুগির তালে গেয়ে চলেছেন সাঁইজির রেখে যাওয়া মানবতাবাদী ও দেহতত্ত্ব গান। সাধুদের গান ও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনে নবীণ বাউলও সাধারণ দর্শনার্থীরা মঞ্চের সামনে এবং প্যান্ডেলের বাহিরে ভিড় জমিয়ে নেচে-গেয়ে আনন্দেআত্মহারা হয়ে ওঠে। প্রথম দিনেই মেলায় দেখা যায় সর্বস্তরের সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের উপচেপড়া ভিড়। আজ সন্ধ্যা ৬টায় একই আবহে অনুষ্ঠিত হবে সমাপনী পরিবেশনা কার্যক্রম। দুই দিনব্যাপী এ আসরে ১০ নভেম্বর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয় লালন দর্শন, লালন সঙ্গীতের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রসার বিষয়ক সেমিনার, স্থানীয় সংবাদকর্মীদের নিয়ে ছিল সংবাদ সম্মেলন। আজ সকাল আটটায় কালী গঙ্গা'র তীরে ছিল গানে গানে প্রাণবন্ত এক নৌ-যাত্রা। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত সর্বস্তরের ফকির, সাধু, বাউল ও লালন অনুসারীদের অংশগ্রহনে মুক্ত আলোচনা।

লালন একাডেমিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র সেমিনার

লালন সাঁই মরমী মৃত্তিকার ফসল

বাংলার বাউল গান এখন বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এ স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো। বিশ্বের ৪৩ টি বাক ও বিমূর্ত ঐতিহ্যের তালিকা করতে গিয়ে ইউনেস্কো বাংলাদেশের বাউল গানকে অসাধারণ সৃষ্টি বলে আখ্যা দিয়ে একে বিশ্ব সভ্যতার সম্পদ বলে ঘোষণা দিয়েছে। বাঙালির দর্শনচেতনার প্রধানতম প্রাণপুরুষ ফকির লালন শাহের সৃষ্টিকর্ম ও তাঁর বিচরণক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা ও এদেশের আপামর জনসাধারণের লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক বোধকে আরও প্রাণবন্ত করার নিমিত্তে, দেশের ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক ধারা ও দর্শন চিন্তার ধারাবাহিক ইতিহাস নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায়, জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও লালন একাডেমি কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় ছেঁউড়িয়ায়

বাকী অংশ শেষ পাতায়

প্রবন্ধ: লালন সাঁই মরমি মৃত্তিকার ফসল

(পঠিত প্রবন্ধের বিশেষ অংশ)

বাউল অজ্ঞান-ধারার মরমি-সাধনপথের পথিক। গুরুর নির্দেশে দেহসাধনার পথ ও পন্থা জেনে নিয়ে তার যাত্রা হয় শুরু। মহাজন-বাক্য সুরের আশ্রয়ে গান হয়ে দিশা দেয় তাকে– গোপন-আঁধার পথের সুলুক-সন্ধান মেলে তারপর– আলোকিত হয়ে ওঠে তার মনের পৃথিবী। জীবন ও জগতের মরমি-রহস্য ক্রমে উন্মোচিত হয় যখন সে দেহের ভাষা পড়তে পারে। বাউলের গান তাই একদিকে দেহজরিপের গান, স্বরূপ-অন্বেষার গান, 'গভীর নির্জন পথে' 'মনের মানুষ' কে খুঁজে ফেরার গান– অপরদিকে এই গান নিম্নবর্গের মানুষের দ্রোহের গান– প্রতিবাদের গান– শ্রেণিচেতনার গান– শুভ্র-সুন্দর জীবনস্বপ্নের গানও।

বাউলের জন্ম দ্রোহ থেকে। তার সাধনা প্রচলিত শাস্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে অগ্রাহ্য-অস্বীকারের স্পর্ধার প্রতীক। তার দর্শন বর্ণশোষণ ও জাতপাতের বিরুদ্ধে 'মানুষসত্যে'র উদার মানবিকতার দর্শন। তার গান রূপক-প্রতীকের আড়ালে প্রবল প্রতিবাদের গান– প্রচলিত আচার-প্রথা-বিশ্বাসকে চূর্ণ করা নবজীবনের গান। বিশ্বাসের বদলে যুক্তি, প্রথার শাসন থেকে মুক্তি, সংস্কার-আচারকে মুক্তবুদ্ধি দিয়ে প্রতিস্থাপন– বাউলের জীবনচেতনার মূল কথা। বাঙালির লোকধর্ম হিসেবে বাউলের মত ও সাধনার ধারা যথেষ্ট প্রাচীন হলেও গুরুবাদী সংগীতাশ্রয়ী এই মরমি সম্প্রদায়ের রচিত আদি গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। যদিও মরমি সাধনা ও সংগীতের অনুরাগী ক্ষিতিমোহন সেন কিছু প্রাচীন বাউলগান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তা বেশ প্রচারও পায়। লালন সাঁই বাউলসাধনার সিদ্ধপুরুষ। তাঁর সাধনার ভেতর দিয়েই বাউলমতের সর্বোচ্চ বিকাশ। লালন তাঁর অতুলনীয় সংগীত-প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে বাউলগানের একটি স্বতন্ত্র 'ঘরানা' নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর গানে বাউলের তত্ত্ব ও সাধনার গভীর পরিচয় প্রতিফলিত। লালনের গানে দেহবিচার, মিথুনাত্মক যোগসাধনা, গুরুবাদ, মানুষতত্ত্ব– বাউলসাধনার এইসব বিষয় সংগতভাবেই বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। বাউলের সাধনার মূল অবলম্বন মানবদেহ ও মানবগুরুর নির্দেশনা। দেহজরিপ ও গুরুবন্দনার অনুষঙ্গে এসেছে সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, খোদাতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব বা গৌরতত্ত্ব। দেহকে কেন্দ্র করেই বাউলের সাধনা। 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড'-তত্ত্বের নিরিখে এই দেহেই 'পরম পুরুষে'র বাস। তাই দেহবিচারের মাধ্যমে আত্মস্বরূপ নির্ণয় করতে পারলেই সেই পরম প্রত্যাশিত 'মনের মানুষে'র সন্ধান মেলে। বাউলসাধনার সঙ্গে 'মিথুনাত্মক যোগসাধনা'র রয়েছে গভীর সম্পর্ক। 'চারিচন্দ্র'-ভেদ কিংবা 'মীন'-ধরা– এই রূপকের ভেতর দিয়ে সাধনার এই বিষয়টি বাউলগানে এসেছে। যৌন-সম্ভোগ নয়, যৌন-সংযম ও কাম-নিয়ন্ত্রণই বাউলের মোক্ষের সঠিক পথ। গুরু বা মুরশিদের মাহাত্ম্য-কথা এই ধর্মসাধনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। গুরুর হাত ধরেই জ্ঞানরিক্ত শিষ্যের নতুন মরমি-জ্ঞানের প্রত্যাশায় সাধন-ভজনের জগতে প্রবেশ।

বাউলসাধনায় গুরুই সার্বভৌম শক্তি। গুরুর মূল্য-মর্যাদা ও প্রয়োজন-গুরুত্বের কথা তাই লালনের গানে বারবার এসেছে। বাউল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মরীতি ও শাস্ত্রকথাকে মান্য বা অনুমোদন করে না। তাই সে বেদ ও ব্রাহ্মণ্যআচারের ঘোর বিপক্ষে। বাউলসাধনার মর্ম জুড়ে আছে মানুষতত্ত্বের ভূমিকা। 'আরশিনগরের পড়শি' যিনি, তিনিই লালনের 'মনের মানুষ', তিনিই 'অচিন মানুষ', 'অলখ সাঁই', 'সাঁই নিরঞ্জন'। এই 'মানুষে'র অন্বেষণেই বাউলের সাধনার দিন বয়ে যায়। 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' আর 'মানুষতত্ত্ব ভজনের সার'–এই জ্ঞানকে অন্তরে ধারণ করেই লালন বলেন : মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে সে কি অন্য তত্ত্ব মানে ? বাউলগান বাংলার একটি প্রধান লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত। তাদের রহস্যময় অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়-গুহ্য পদ্ধতি কেবল দীক্ষিতজনের কাছে প্রচারের জন্যেই এই গানের জন্ম। শিল্প-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। লালনও তাই বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণায় তাঁর গান রচনা করেন নি, বিশেষ উদ্দেশ্যসংলগ্ন হয়েই তাঁর এই গানের জন্ম। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে অতিক্রম করে লালনের গান অনায়াসে শিল্পের সাজানো বাগানে প্রবেশ করেছে স্বমহিমায়। লালনের গান তাই একাধারে সাধনসংগীত, দর্শনকথা ও শিল্পশোভিত কাব্যবাণী। দীর্ঘজীবী লালন প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে এ-যাবত সংগৃহীত তাঁর প্রামাণ্য গানের সংখ্যা কোনোমতেই সাতশো ছাড়িয়ে যাবে না। কিছু গান হয়তো লিপিবদ্ধ হয়নি, কিছু বা হারিয়েও গেছে লালন ছিলেন নিরক্ষর, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগই তাঁর হয় নি। কিন্তু তাঁর সংগীতে বাণীর সৌকর্য, সুরের বিস্তার, ভাবের গভীরতা আর শিল্পের নৈপুণ্য লক্ষ করে তাঁকে নিরক্ষর সাধক বলে মানতে দ্বিধা থেকে যায়। আসলে লালন ছিলেন স্বশিক্ষিত। তাঁর গান লৌকিক ভক্তমণ্ডলির গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষিত সুধীজনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তাই তাঁর গানের যোগ্য কদরদানি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উত্তরকালে লালনের গান দেশের ভূগোল ছাড়িয়ে বিদেশেও স্থান করে নিয়েছে। এই গান উচ্চাঙ্গের শিল্প-নিদর্শন এবং তা তত্ত্বাতীতরূপে কাব্যগীতিতে উত্তীর্ণ।

জীবন ও জগতের মরমি-রহস্য ক্রমে উন্মোচিত হয় যখন সে দেহের ভাষা পড়তে পারে। বাউলের গান তাই একদিকে দেহজরিপের গান, স্বরূপ-অন্বেষার গান, 'গভীর নির্জন পথে' 'মনের মানুষ' কে খুঁজে ফেরার গান– অপরদিকে এই গান নিম্নবর্গের মানুষের দ্রোহের গান– প্রতিবাদের গান– শ্রেণিচেতনার গান– শুভ্র-সুন্দর জীবনস্বপ্নের গানও।

লোকপ্রিয় লালনের গান আজ তাই সংগীত-সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। লালনের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় তাঁর অনেক গানেই পাওয়া যায়। বহুল উচ্চারিত তত্ত্বকথা ও সীমাবদ্ধ বিষয়ের অনুবর্তন সত্ত্বেও লালন তাঁর সংগীতে সেই গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। তত্ত্বকথার দুরূহ ও ক্লান্তিকর বদ্ধ আবহে এনেছেন শিল্প-সৌন্দর্যের সুবাতাস। তাই বাংলার মরমি কবিদের মধ্যেই যে কেবল তিনি শ্রেষ্ঠ তাই নয়, বাংলার সংগীতসাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি এক কালোত্তীর্ণ স্মরণীয় শিল্পি-ব্যক্তিত্ব। মূলত লালনের গানের অসামান্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চাঙ্গের দর্শন ও প্রবল মানবিকতাবোধের জন্যে এদেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বিদেশে চার্লস ক্যাপওয়েল থেকে ক্যারল সলোমন– এঁরা লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

বাউলগান লৌকিক সমাজের মরমি অধ্যাত্মসাধনার অবলম্বন হলেও লালনের হাতে তা অধিকতর সামাজিক তাৎপর্য ও মানবিক বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লালনের গানে ধর্ম-সমন্বয়, সম্প্রদায়সম্প্রীতি, মানব-মহিমাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, বর্ণশোষণজাতিভেদ ও ছুঁতমার্গের প্রতি ঘৃণা, সামাজিক অবিচার ও অসাম্যের অবসান-কামনা– এইসব বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। লালনের গান মানব-বন্দনা ও মানব-মহিমারও গান।

এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে জাতিভেদ ও ছুঁতমার্গের অস্তিত্ব ছিল দুষ্টক্ষতের মতোই। এই কুপ্রথা ও কুসংস্কার ধর্মকে আশ্রয় করে সমাজজীবনে শক্ত আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। লালন জীবনভর বর্ণশোষণ, জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে এসেছেন। তাঁর নিজের জীবনেও এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে অনেকবারই। লালন তাই কখনোই জাতিতত্ত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান নি। একজন সংস্কারমুক্ত মানবপ্রেমী বাউল হিসেবে তিনি জানতেন, জাতের অহমিকা ও দ্বন্দ্ব মানুষকে খণ্ডিত ও কূপমণ্ডূক করে রাখে। লালনের আচার-আচরণ ও বক্তব্যে সমকালের মানুষ ধাঁধায় পড়েছিল তাঁর জাত-পরিচয় নিয়ে। লালন বহুবার তাঁর জাত-ধর্ম সম্পর্কে অবাঞ্ছিত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক জাতিতত্ত্বে অবিশ্বাসী লালন অনুদার ভেদপন্থিদের এই কৌতূহল নিরসন না করে পালটা প্রশ্ন করেছেন। তাঁর সেই বক্তব্যের যুক্তিতে জাতবিচারী মানুষের অহংকার চূর্ণ হয়েছে।

লালনের গান সমাজ-সম্পর্কের ধারা বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা-জাতিভেদ-ছুঁতমার্গ– এইসব যুগ-সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিল। দ্রোহী ও প্রতিবাদী লালন প্রথা-সংস্কার-শাস্ত্রের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে নতুন এক কালের অভ্যুদয় কামনা করেছিলেন। নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন সমাজহারা মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে। শত সংকটেও তিনি বিচলিত হন নি। তাঁর কণ্ঠে শুনি ইহজাগতিকতার জয়ধ্বনি।তিনি হতে চেয়েছিলেন তরঙ্গমুখর এক স্রোতস্বিনী কিন্তু বিরূপ পরিবেশের চাপে হয়ে রইলেন এক গণ্ডুষ পানীয়ের 'কূপজল'। কিন্তু অমৃতের সন্তান– মহৎ জীবন-অভিসারের যাত্রী লালন ভরসা হারাননি, বিশ্বাসচ্যুত হননি,– সময়ের প্রত্যাশায় তাই অপেক্ষায় থেকেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবাহক মৌলবাদীরাই লালনের বিপক্ষে ছিলেন। মুসলমানের চোখে লালন বেশরা-বেদাতি নাড়ার ফকির,– আবার হিন্দুর কাছে ব্রাত্য-কদাচারী-পাষণ্ড হিসেবে চিহ্নিত।

উত্তরকালেও লালন আক্রান্ত হয়েছেন– বাউল বা লালনবিরোধী আন্দোলন থেমে থাকেনি। জারি হয়েছে 'বাউলধ্বংসে ফৎওয়া',– রচিত হয়েছে 'রদ্দে নাড়া', 'ভণ্ড ফকীর', 'সাধু সাবধান', 'বাউল একটি ফেতনা', 'নেড়ার ফকিরের গুপ্তকথা'-র মতো বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তিকা। মৌলবাদী আক্রমণে কিছুকাল আগে ঢাকায় বিধ্বস্ত হয়েছে লালন-স্থাপত্য। তবে আশার কথা, স্বদেশে অনুদার-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির লালনবিরোধী ভূমিকার পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতির সুস্থ ধারার চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা লালনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাই লালনের সমাধিসৌধের শান্ত-সৌম্য আবহ ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস প্রতিহত করতে গড়ে ওঠে 'লালন আখড়া রক্ষা কমিটি'। এই সাধক পদ্মার বুকে ঠাঁই পান 'লালন-সেতু' নামকরণের ভেতর দিয়ে। বিবিসি-র জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দশ বাঙালির তালিকায় উঠে আসে লালনের নাম। বাংলাদেশের বাউলগান, যার প্রধান রূপকার লালন সাঁই,– সেই বাউলগানকে ইউনেস্কো ২০০৫-এ৯ধ গধংঃবৎঢ়রবপব ড়ভ ঃযব ঙৎধষ ধহফ ওহঃধহমরনষব ঐবৎরঃধমব ড়ভ ঐঁসধহরঃুরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে লালন পৌঁছে গেছেন দেশান্তরে। এইভাবে লালন হয়ে ওঠেন কালান্তরের পথিক– বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার প্রাণপুরুষ। লালনের গান আর দর্শন আজ বিশ্বের মানচিত্রকে স্পর্শ করেছে। তাঁর প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশে বাউল ও লালন সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় চার্লস ক্যাপওয়েল, এডওয়ার্ড সি. ডিমক, জোসেফ কুকার্জ, জুনে ম্যাকড্যানিয়েল, ক্যারল সলোমন, ম্যাক্সিন উইনিয়স, ফাদার মারিনো রিগন, মাসাউকি ও'নিশি, জান ওপেনশ', মাসাহিকি তোগাওয়া– এঁদের রচনায়। অদূর ভবিষ্যতে বহির্বিশ্বে লালন বাংলাদেশ ও বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতিনিধি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে গৃহীত হবেন সে সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

লালনের মৃত্যুর পর পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ ১২৬ বছর। তবু আজও লালন সমান প্রাসঙ্গিক, জনপ্রিয় ও আধুনিক।

আজ আবার নতুন করে সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের উত্থানের কালে– মনুষ্যত্ব-মানবতার লাঞ্ছনার সময়ে– সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বৈরী যুগে লালনের গান হতে পারে প্রতিবাদের শিল্প– শান্তি ও শুভবুদ্ধির প্রতীক– মানুষের প্রতি হারানো বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনার পরম পাথেয়।

- আবুল আহসান চৌধুরী

লেখক পরিচিতি : ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী ; প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। প্রাবন্ধিক, গবেষক।

মরমী মৃত্তিকার ফসল আজ বিশ্বের ঘরে ঘরে

ড. জেসমিন বুলি

তিনি মরমিয়া উঠেছেন দিনে দিনে। ছেঁউড়িয়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়ার অতল ঘুমের মধ্য থেকেই বারে বারে কি শুনতে পান-

আমার এই ঘর খানায়কে বিরাজ করে।
তারে জনম ভর একদিন দেখলাম নারে।

ড. আবুল আহসান চৌধুরী তাঁকে বলেছেন মরমী মৃত্তিকার ফসল। এ ভূমির মরমী কথাটির আগে চল ছিল। আধ্যাত্মবাদের চর্চায় এখনকার মানুষ চির অভ্যস্ত। দ্রোহ-শ্রেণী-চেতনা-প্রতিবাদ-শুভ্র-সুন্দর জীবনের স্বপ্নও তাদের ছিল। তারা কারা? বাঙালী তো ! গুরু লালন তাদের কথাই বলেছেন-

পার কর দয়াল আমায় কেশে ধ'রে
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে ।।
ছয়জন্যা মাঝী সদায় আশেষ কুকাজ বাধায়
ডুবালো ঘাট-অঘটায়
আজ আমারে ।।

এই আকুতি কার কাছে ? যিনি পরক্ষনেই বলে ওঠেন-

আমার মন আপন দেহ চেন
দেহের খবর না জানিয়ে
মিছে কাঠ কাছারী করছো কেন ।।

এর নামই কি সহজ সাধনা? উত্তর খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয়না-

কুল দুনিয়ায় খবর আছে
আঠারো মোকামের মাঝে
কোন মোকামে সাঁই বিরাজে
হুশিয়ার হয়ে অর্থ জান ।।

এই হুশিয়ারির কথা মানেই জীবন। শ্রম আর বুদ্ধি নির্ভরতাই জীবনের লক্ষণ। সাঁইজি মনের গহীন অতলের সব দরজায় একে একে টোকা মেরে জাগিয়ে তোলেন বারেবারে। তাই বলে কি সকল সময় এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান তিনি ? না, নানা প্রশ্নের বেড়াজালে বাঁধেন নিজেকে। বাঁধান অন্যকে, সেই অন্যরা মানে এখন গোটা বিশ্বের দর্শন চিন্তাবাদের।

ড. আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে খুঁজেছেন সে সব কথাই। কখনও লালন সাঁই, কখনও এ মাটির মনন, কখনও আপন বিস্ময়-ঘোর, কখনও লালন চেনার তরিকা-এ প্রবন্ধে মিলে মিশে একাকার। লালনের সৃষ্টিকর্ম, লালন সম্পর্কিত নানান লেখা লেখি এবং লালন ধারণে যারা সাধনার পথিক তাদের খুব কাছে থেকেই নিবিড় পাঠ নিয়েছেন দীর্ঘদিন।

'লালন সাঁই মরমী মৃত্তিকার ফসল'- এর অবয়বে তাঁর নিদর্শন পরতে পরতে। মোটা দাগে বলতে গেলে লালনের পরিচয়, তাঁর পথ-মত, সাধনা, সাধনতত্ত্বের পূর্বাপর পরিচয়ে লিপিবদ্ধ এই প্রবন্ধ। তবে যদি সরাসরি লালনে ফিরতে হয় তাহলে এতসব নিশ্চিত কি মেনে নেবে লালন ?-

ঐ দেখা যায় আনকা নহর
অচিন মানুষ অচিন শহর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
জনম গেল অকারণ ?

এই অকারণ কিংবা অতৃপ্তিতেই তো লুকিয়ে থাকে চিরন্তনতার আকুতি-

আর কি হবে এমন জনম
বসবো সাধুর মেলে
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়
ঘিরে নিলে কালে-

কাল ঘিরে রাখেনি লালনকে বরং আগলে রেখেছে সযত্নে। রাখবেও অদূর ভবিষ্যত, কারণ লালনের আপন ঘরে ঘর বেঁধেছে এই বাংলা।

আমাদের প্রাণ ভরে ওঠে

ফকির রিয়াদ শাহ্
বাউল সাধক, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

বর্ণীল এ লালন মেলা দেখে অনেক আনন্দ লাগছে। আমাদের ভাব-কল্পনার সেই আদি আখড়া যেন আজ লালনের এই চিরভূমিতে বাস্তব হয়ে দেখা দিলো। নান্দনিক সাজ-সজ্জায় মোড়ানো প্রাণগ্রাহী এ আবহ সত্যি আমাকে আপ্লুত করেছে। আমাদেরতো কেউ খবরও নেয়না। বছরে ২-৩টি লালন মেলাকে ঘিরে সারা দেশ থেকে বাউল ভাবভক্তের মানুষেরা একত্রিত হলে আমাদের প্রাণ ভরে ওঠে। এ আয়োজনে এসে অনেক পুরনো সাধু-গুরুদের সাথে সাক্ষাত হয়ে খুব ভালো লাগছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে, এবার প্রথমবারের শিল্পকলা একাডেমি নতুন করে এ রকম একটি আয়োজন করেছে। এতে করে সাঁইজি'র গুণ, গান হচ্ছে সম্মান ছড়াচ্ছে। তাই এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমি সাধুবাদ জানাই। এই প্রয়াস প্রতি বছরই অব্যাহত থাকবে বলে আমি প্রত্যাশা রাখি।

বাউলরা অনেক সম্মান বোধ করছে

ফকির আনোয়ার শাহ্
বাউল সাধক, কুষ্টিয়া

এটি একটি সময়উপযোগী আয়োজন। এ ধরণের আয়োজন যুগ যুগ ধরে যেন এগিয়ে চলে। এ থেকে আমরা প্রেরণা ও শক্তি পাই। শিল্পকলা একডেমি এরকম প্রণবন্ত একটি উদ্যোগ নেওয়ায় বাউলরা অনেক সম্মান বোধ করছে বলে আমি মনে করি। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে- এরকম খোলা একটি মাঠে সেই শত বছর আগের গ্রাম্য পরিবেশ তৈরির মধ্য দিয়ে আলো আঁধারিতে নান্দনিক যে প্যান্ডেল ও মঞ্চ করা হয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

লালনের গান বিকৃতি বন্ধে সরকার যেন ব্যবস্থা নেয়

ফকির মহরম শাহ্
বাউল সাধক, কুষ্টিয়া।

মেলার এই পরিবেশ খুব সুন্দর লাগছে। পাশাপাশি আনন্দ হচ্ছে সাঁইজি'র এই সমাধিস্থানে নতুন করে কিছু করার জন্য শিল্পকলা একাডেমি বা সরকারি উদ্যোগের বিষয় জেনে। 'মহান সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার বাসনায় আমারা বাউলচর্চা করি, আমাদের অনেক বাউল মানবতার জয়োগান গাইতে গিয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে হামলা-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, আমরা চাই সরকার এসব দিকেও নজর দিক। একইসাথে বলবো লালনের গান এখন নানাভাবে বিকৃত হচ্ছে এমনটি বন্ধে সরকার যেন ব্যবস্থা নেয়। এ বাউল আসরে অংশ নিয়ে আমি নিজেকে অনেক সম্মানীত বোধ করছি।

লালনের মৌলিকত্ব ক্রমশ যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

ফকির আজমল শাহ
বাউল সাধক, ফরিদপুর

ছেঁউড়িয়ায় এর আগে কখনোই আখড়ার আদলে এতো চমৎকার আবহ দেখা যায়নি। আমি দেখে এতোটাই খুশি যে, তা ভাষায় প্রকাশ, করতে পারবোনা। শুধু তাই নয় এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অসাধারণ ও নান্দনিক এ আয়োজন করে সকল বাউল সাধকদের অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। তবে একটি কথা না বললেই নয় যে, সম্প্রতি তথাকথিত কছু বাউলপ্রেমী ও গবেষক লালন তত্ত্ব তথা বাউলচর্চা নিয়ে যে যার মতো মতবাদ দিচ্ছে। শুধু তাই নয় লালনের সঠিক চর্চা, বিশেষ করে সাইজির সাধনকর্ম, গানের কথা ও সুর ব্যপকভাবে বিকৃত হচ্ছে। সব মিলিয়ে লালনের মৌলিকত্ব ক্রমশয় যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার বাড়ী ফরিদপুরে। মানবতার এই পথে নিবেদিত থাকার জন্য আমি ২০০৮ সালে লালন একাডেমি পুরস্কার, ২০১৬ সালে ফরিদপুর জেলা থেকে লোকসঙ্গীত পুরস্কারে সম্মানীত হয়েছি।

সাধন-ভজনের এই পথে আজন্মের জন্য নিজেকে সমর্পন করেছি। মহাত্মা লালন সাঁইজি'র এ আখড়াস্থলে মাজারের আশপাশে কয়েক বছর আগেও বড় বড় গাছ ছিল। কিছুটা ঝাড়-জঙ্গলও ছিল। তখন লালন ভক্তদের মধ্যে একটা প্রাণ ছিল। কিন্তু বিগত দিনে যারা লালন একাডেমির দায়িত্বে ছিলের তারা সাধুগুরুদের কারো কথাই না শুনে একাডেমি ভবনের নামে গাছগুলো কেটে উজাড় করেছে। এতে করে বাউলিয়ানার আগের সেই আবহ বা জৌলস চরমভাবে বিনষ্ট হয়েছে। বর্তমান সরকার ও শিল্পকলা একাডেমির কাছে আমাদের আকুল আবেদন, যেন লালন আখড়ার সেই ঐতিহ্য তথা আগের পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে যেন উদ্যোগ গ্রহন করা হয় এবং মানবতার এই শিল্পকে যেন সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে কাজ করা হয়। একই সাথে লালনের গানের যেন সঠিক চর্চা হয় সে বিষয়ে যেন কঠোর দৃষ্টি আরোপ করা হয়। অনেকগুলো বিষয়ের সম্মিলনে এতো ব্যপক করে এ আয়োজনের জন্য আমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জেলা প্রশাসন, জেলা শিল্পকলা, লালন একাডেমি'র সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মহৎ এ উদ্যোগ আমাকে প্রাণিত করেছে

খবির উদ্দিন খান
বাউল সাধক, কুষ্টিয়া

আমি একজন শিল্প উদ্যোক্তা কিন্তু মনে-প্রাণে লালনের একান্ত ভক্ত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এ ধরণের নান্দনিক ও বর্ণীল একটি আয়োজনের জন্য। আমরা যারা লালনে বিশ্বাসী তারা লালনের বাণীতে আত্মপ্রত্যয়ী হই। আমি বোধ করি এই অমৃতবাণী যে মানুষটির ভেতর প্রবেশ করবে সে শুদ্ধতর হতে বাধ্য। লালনের অমরবাণী সমাজকে মানবিক ও আলোকিত করতে সহায়ক। শুধু তাই নয়, লালনের ভাবতত্ত্ব সমগ্র বিশ্বের জন্য অতিগুরুত্ববহ একটি বিষয়। শিল্পকলার মহৎ এ উদ্যোগ আমাকে প্রাণিত করেছে।

অদ্ভুত এক মানব পূর্ণিমার ঝলকানি দিয়ে উঠলো

হৃদয় সাঁই
বাউল ও লালন গবেষক

অল্প কিছুদিন পরে দুবলার চরে শুরু হতে যাচ্ছে বহু বছরের পুরনো রাশপর্ণিমা। কিন্তু তার কিছু আগে ছেঁউড়িয়ায় লালনের পবিত্র দামে আজ (১০ নভেম্বর) থেকে শুরু হলো দুই দিনব্যাপী মানুষ পূর্ণিমা। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ৩০০ বছরের পুরনো আখড়া বাড়ীর আদলে ছনের ছোট ছোট কুড়েঘর। হারিকেনের নিভু নিভু আলো-আঁধারিতে শুভ্র সাদা পোশাকী সাদা মনের সেই বাউল ফকিরদের সমাগম; এ যেন পূর্ণিমার আলোকিত জ্যোৎস্নার মতো ধবধবে সাদা আলোর ঝলকানি লালন অনুরাগী বিজ্ঞ মানুষের চিন্তা ও মননে শিল্পকলার সার্বিক সহযোগীতায় এই প্রথম আখড়াকেন্দ্রিক পরিবেশে লালনের সুর যেন অদ্ভুত এক মানব পূর্ণিমার ঝলকানি দিয়ে উঠলো। সাধুবাদ জানাই সাদা মনের মানুষ সংস্কৃতির অনন্য দিকপাল লিয়াকত আলী লাকীসহ সকল লালন অনুরাগীদের। তাদের মানবিক হাতের স্পর্শেই যেন আজ লালন মেলায় বাউল ফকিররা নতুনত্বের স্বাদ পেলো। প্রতিবার যদি এইভাবে এখানে প্রাণের জাগরণ ঘটে

বাকী অংশ শেষ পাতায়

লালনের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র নেতৃত্বে ঘোড়াঘাটে গানে গানে লালন ভক্তরা।

১ম পাতার পর

ফকির সাঁইজির মাজার প্রাঙ্গণে ১০ ও ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুইদিনব্যাপী 'লালন উৎসব ও মেলা ২০১৬'। আসরে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি ১০ নভেম্বর সকাল ১০টায় লালন একাডেমি মিলনায়তনে লালন দর্শন, লালন সঙ্গীতের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রসার বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে সেমিনারে মুখ্য আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. রাশিদ আসকারী। শুরুতেই প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠ করেন প্রাবন্ধিক আবুল হোসেন চৌধুরী। তার নান্দনিক উপস্থাপন এবং সাহিত্যগম্ভীর এ প্রবন্ধের উপর প্রাণবন্ত আলোকপাত করেন মুখ্য আলোচক এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা।

ড. রাশিদ আসকারী তার আলোচনায় বলেন, অধ্যাপক আবুল হোসেন চৌধুরী এতোটা গভীরভাবে মহাত্মা লালন সাঁইজির উপর প্রবন্ধে বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাতে সেভাবে আলোচনা করার তেমন কিছু বাকি থাকলোনা। অনুসন্ধানী ও তথ্যসমৃদ্ধ তার এই সাহিত্যকর্ম যেন নতুন এক সাঁইজিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এটি লালন গবেষক, লালন অনুরাগী তথা আগামি প্রজন্মের জন্য অনন্য এক সম্পদ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আমি মনে করি এধরণের আয়োজন আরো বেশি বেশি হওয়া প্রয়োজন এবং এর মধ্য দিয়ে মহাত্মা লালন ফকিরকে ভিন্ন মাতৃকতায় আবিষ্কারের সুযোগ রয়েছে। কারণ, লালন ফকির এক বহুমাতৃক জ্যোতিষ্ময়। তাঁর বিচিত্র ভাববাণীতে এক অলৌকিক প্রতিভার স্ফুলন আমরা লক্ষ করি। ইতোপূর্বে বাংলার নবজাগরণের একক কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজা রাম মোহন রায়কে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাম মোহনের চাইতে মহাত্মা লালনের অবদান কিন্তু কোন অংশেই কম নয়।

সভাপতির বক্তব্যে লিয়াকত আলী লাকী বলেন, প্রবন্ধে লালন সম্পর্কে অনেক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি অনবদ্য কাজ হয়েছে। লালনকে গভীরভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে নিরন্তর সময়, শ্রম ও প্রাজ্ঞ মেধার সমন্বয়ে প্রাবন্ধিক ড. আবুল হোসেন চৌধুরী একটি অনন্য সৃজন করেছেন যা সবাইকে অভিভূত করেছে। তিনি বলেন, সাঁইজি'র সমাধিস্থলকে ঘিরে লালন একাডেমিতে এই কমপ্লেক্সটি গড়ে উঠেছে সেটি যথাযথভাবে তৈরি এবং ব্যবহার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, লালন সাঁইজি যেনতেন একজন বাউলশিল্পী বা সাধক নন; তিনি বিশ্বের একজন বিরল দার্শনীক। আমি বলবো আমাদের সংস্কৃতিক যে বিনির্মাণ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং লালন সাঁইজি'র দর্শনের উপরেই কিন্তু তা দাঁড়িয়েছে। সরকারও বিশেষভাবে এই তিন মনিষীর কথা ভাবে। সাঁইজি'র সমাধিস্থল যেন একটি বাউল আখড়ার আদলে হয় এবং এখানে যেন তেমনি একটি কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে বর্তমান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প জমা দিয়েছে; যা প্রক্রীয়াধীন রয়েছে। শিল্পকলা'র মহাপরিচালক বলেন, শুধু উৎসব বা মেলা আয়োজনই নয় এ বিষয়ে আমাদের বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে। মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো লালন একাডেমীকে লালন ভাবাদর্শে নান্দনিকিকরণ এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি লালন ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা। যেখানে দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থীরা এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারবে। তিনি বলেন, বাউল সঙ্গীত পরিবেশন ও সংগ্রহ হবে এ কর্মসূচির অন্যতম কাজ। একইভাবে প্রতি বছর বর্ণাঢ্যভাবে পালিত হবে দুটি লালন উৎসব। একটি সাঁইজির সমাধীস্থলে অন্যটি পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য জেলায় আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি বাউল গানের প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিবছর আখড়ায় অনুষ্ঠিত হবে লালন মেলা।

কুকুর-বিড়ালও অভুক্ত থাকতো না

বাউলদের প্রকৃত বসবাসের একেবারে কাছাকাছি করে গড়ে তোলা এই পরিবেশ দেখে এতোটা ভালো লাগছে যে আমি উৎফুল্লিত। এমনি পরিবেশই সাধু-ফকিররা চায়। একটা সময় সাঁইজির এ আখড়ায় গাছ-গাছালি, ঝাড়-জঙ্গলে নির্বিঘ্নে লালনের বাণী অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি এবং সঙ্গীত ও ধ্যান সাধনের উপযুক্ত একটা পরিবেশ ছিল কিন্তু সময়ের বিবর্তনে আজ এর অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। সাঁইজির আদর্শ বাস্তবায়নেই আমাদের আরাধনা। তার পরবর্তী পরম্পরায় এখানে যে সকল অনুরাগী সাধু-গুরু-ভক্ত রা আসতো, বা থাকতো সকলের জন্য প্রতদিন সামান্য সেবা বা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা থাকতো। এমনকি কুকুর-বিড়ালও অভুক্ত থাকতো না। এখানে যারা থাকতো, দর্শনার্থীদের দানের টাকা থেকে তারা সেই সংকুলান করতো। কিন্তু লালন একাডেমি হওয়ার পর সেই রীতি হারিয়ে গেছে। এমনি লালনের শেকড়ের অনেক ঐতিহ্য আজ আর নেই। তাই অনেকদিন পর এরকম একটি পরিবেশ দেখে আমি অভিভূত। লালনের মানবতার বাণী এমনি করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হলে আমাদের সমাজ অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং মানুষগুলোও আরো মানবিক হয়ে উঠবে। ব্যতিক্রমী এ কর্মযজ্ঞের জন্য আমি শিল্পকলা একাডেমির মহা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি সকল লালন অনুসারী এবং কুষ্টিয়াবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

৩য় পাতার পর

এবং মানুষকে আখড়া কেন্দ্রিক পরিবেশে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস রাখা যায় তাহলে লালনের সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যেক মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এখানে আখড়ার এই আদল এবারই প্রথম। সাধারণত, বছরে দু'টি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই শৈল্পীক প্রয়াস লালন একাডেমির চিন্তা-চেতনাকে নতুন কওে উর্ধে তুলেছে।

নতুন প্রেরণার সঞ্চার ঘটেছে

ফকির সামছুল শাহ্
নিবেদিত বাউল সাধক

এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সকল বাউলদের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার ঘটেছে। সাথে সাথে তরুণরাও বাউল দর্শনে আগ্রহী হবে বলে আমি মনে করি। এটি যতো বেশি করা যাবে, সমাজ থেকে ততবেশি হিংস্রতা, হানাহানি কমে আসবে। আগামি প্রজন্মও এ থেকে শিক্ষা নিয়ে আরো সচেতন ও মানবিক হয়ে উঠবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। শিল্পকলা একাডেমি এ আয়োজনটি নিয়মিত করলে বেশ ভালো হয়।